গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
(রাজস্ব শাখা)
www.sylhet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.৯১০০.০০৮.৩২.২৭৮.২৫. ২২০৪ | তারিখ: ০৩ ভাদ্র ১৪৩৩ / ১৮ আগস্ট ২০২৬

জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তি নম্বর-০৩/১৪৩৩

এতদ্বারা প্রকৃত নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন ২০ একরের উর্ধ্বের নিম্নবর্ণিত বদ্ধ জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের দখল প্রদানের তারিখ হতে ১৪৩৫ বঙ্গাব্দের ৩০চৈত্র পর্যন্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত শর্তাধীনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

০২। জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নিম্নলিখিত তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজস্ব শাখা, সিলেট ও এ জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে নির্ধারিত (পরিশিষ্ট-ক) ফরম ক্রয় করে আবেদন করা যাবে। তাছাড়া জলমহালের আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তি www.sylhet.gov.bd ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে।

জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একরের উর্ধ্বের বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনার সিডিউল:

ক্রমিক নম্বর	আবেদন ফরম ক্রয় ও দাখিলের তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
১.	১৪৩৩ বঙ্গাব্দের ০৮ ভাদ্র হতে ১২ ভাদ্রের মধ্যে (২৩-০৮-২০২৬ হতে ২৭-০৮-২০২৬ তারিখ অফিস সময় পর্যন্ত)	নির্ধারিত ফরম ২৭-০৮-২০২৬ তারিখের মধ্যে ক্রয় করতে হবে।
২.	১৪৩৩ বঙ্গাব্দের ১৫ ভাদ্র হতে ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে (৩০-০৮-২০২৬, ৩১-০৮-২০২৬ এবং ০১-০৯-২০২৬ তারিখ অফিস সময় পর্যন্ত)	নির্ধারিত ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যুক্ত করে সীলগালা মুখবন্ধ খামে এ কার্যালয়ের জেলা ই-সেবা কেন্দ্রে দাখিল করতে হবে। আবেদনের সাথে যুক্ত যাবতীয় কাগজপত্র ২৭-০৮-২০২৬ তারিখের মধ্যের হতে হবে। নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

সিলেট জেলার ১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালসমূহের তালিকা:

ক্রমিক নম্বর	উপজেলার নাম	জলমহালের নাম	মৌজা	পরিমাণ (একরে)	সরকারি ইজারামূল্য	মন্তব্য
০১.	সিলেট সদর	নোয়া বিল	রাজারগাঁও	৩৪.৩৪	১৭,৩২৫/-	২৩৪/২০০৫ স্বত্ব মামলাভুক্ত
০২.		অলংগী কাটা বিল	কালারুকা গং	২৫.২৭	৬০,০০০/-	১৯/২০১০ রা: মি: আ: মামলাভুক্ত
০৩.		আন্দু গাং গ্রুপ	পালপুর গং	৪৩.৬০	২,০৮,৯৮৮/-	
০৪.		চেঙ্গামারা বিল	কেওয়াছড়া	২৭.২০	১,২২,৭৮৯/-	
০৫.		গোয়াই বিল	বড়শালা	২২.২৪	২২,৪৮৮/-	১৩২৮৬/২০১৬ রিট মামলাভূক্ত
০৬.		দাবাদা বিল	তাহিরপুর	৭৪.৭৫	১০,৯২,৭৪৪/-	
০৭.		হারিখাই বিল	কেওয়াছড়া	২৩.৪৯	৪,১৯৬/-	
০৮.		সিঙ্গি বিল	রাজারগাঁও	২৩.৫৩	২৬,৮০৩/-	১৫(কনটেম্পট) (ভায়ো) (এফ)/২০২১ মামলাভুক্ত
০৯.	দক্ষিণ সুরমা	ভাড়েরা বিল	গোটাটিকর	২১.১৩	৫৩,০৩৩/-	১৭/২০০৮ স্বত্ব মামলাভুক্ত
১০.		মাগুরা বিল	ফারংপাশা	২৫.০৮	১,১৫৫/-	

১১.		লোহাজুরি বিল	কুচাই	৬৫.০০	১,০০,০০০/-	৭৭২০/১০ রিট মামলাভূক্ত
১২.		কুরুয়া বিল	চালনিয়া গং	৩৪.১১	৬২,০০০/-	
১৩.		চাপরা বিল	শুড়িগাঁও মোহাম্মদপুর	৬৬.৩৯	৬,২৯,১৯২/-	
১৪.		বাদাউরা গ্রুপ	কেকান গং	৫১.৩২	১২,৬৪,৯৬৪/-	
১৫.		দেওজুর বিল	নাদামপুর গং	৫২.৯১	১৮,৭৫,৯৯৭/-	
১৬.		আগলফা বিল	রাউতকান্দি	৩২.৪০	৬,০০,০০০/-	১২২/(এফ.এম.)/ ২০২২ সি. আর. মামলাভূক্ত
১৭.	জৈন্তাপুর	তেলকুম বিল	ডুলটিরপার	২৮.৬৮	৪১,৫৮০/-	৬৩/৯০ স্বত্ব মামলাভূক্ত
১৮.		রাংপানি বিল	জৈন্তাপুর	৩২.৭৬	১১,০২৫/-	
১৯.		কেন্দ্রী বিল	কেন্দ্রী হাওর গং	৩১৯.৫৭	৪,৬৩,০৫০/-	
২০.		হাসনা বিল	ডিবির হাওর	২৭.৫৭	৮৭,১৪৭/-	
২১.		ধুপনী বিল	ধুপনী হাওর	৬০.৫৩	৫৩,৩৬৮/-	৫১৩৭/২০০৭ সি. আর. মামলাভুক্ত
২২.		দুলকনা বিল	ছোটকান্দি	৫৩.৫৭	৪৩,১৫১/-	
২৩.		ডিবি বিল	ডিবির হাওর	২০.৩২	১১,৫৭৭/-	
২৪.	ওসমানীনগর	কালাসারা বিল	কালাসারা	২৬.৭৫	৩৬,৩৩০/-	
২৫.		বন্ধ কুশিয়ারা	খসরুপুর	৬৭.৬৯	১,০১,৫৩৫/-	
২৬.		চানপুর মহাজন	তাজপুর গং	৪১.৮৭	৭,৮৭৫/-	
২৭.		রামধন বিল	বাঘবাড়ী	৩৯.০০	২,০০,০০০/-	
২৮.		লুমের আগা গ্রুপ	সম্মানপুর	২৬.২৫	৭৬,৫৬৩/-	
২৯.	বালাগঞ্জ	মাগুরা বিল	কুবেরালী	২১.৮০	১৬,৩৮২/-	
৩০.	গোয়াইনঘাট	৮০ উনাই বিল	ছাতার গ্রাম	৩৩.২৪	১৬,৪৩৩/-	
৩১.		বুজাডং	বুগইলকান্দি গং	৩৪.৩৮	২,৩৬৩/-	
৩২.		বড় বুগইল বিল	দ্বারিখেল	৪২.৪২	১,৩৬৫/-	
৩৩.		শালচাপরা বিল	তুড়কভাগ হাওর	২০.৬৯	৩,৩৬০/-	
৩৪.		১১১ হাইলা বিল	লামাপাড়া	৪০.৪০	৬৭,৮৬০/-	
৩৫.		চিরাবরাইল	পুরানগাঁও গং	১৬৯.২০	৫,৬৩,১৮৬/-	
৩৬.		কামদালি খাল	বাউরভাগ হাওর	২১.৬৫	৩৫,০০০/-	
৩৭.	কোম্পানীগঞ্জ	পানি চাউরি গ্রুপ	গোগাইলবন্দ গং	৩০.৪১	১৪,০৫,৩১৮/-	
৩৮.		নভাগী	পাড়ুয়া	৩৩.২২	১,৩৮৬/-	
৩৯.		পুকুরিয়া গ্রুপ	শিবপুর গং	১৭১.৫৮	২৩,১৮,৫৮৮/-	
৪০.	বিয়ানীবাজার	মাটিখলা বিল	আদিনাবাদ গং	২৫.৫৩	৬,৮৫,৩৩২/-	
৪১.	গোলাপগঞ্জ	বাছাকুড়ি	দক্ষিণভাগ হাওর	৩৪.৮০	২৪,৩১১/-	
৪২.		এরাল গ্রুপ (বন্ধ)	মঞ্জুরাবাদ গং	৪৫০.৯৬	১২,৬৬,৩৫৯/-	
৪৩.	কানাইঘাট	ঝরঝরি বিল	মাটিজুরা	৪৭.০০	২০,১৭৬/-	২০৯/২০০৫ সি আর মামলাভূক্ত
৪৪.		জুর বিল	আলংগরা পাহাড়	২৮.৪৭	২৯,৪০০/-	১০৩৪০(আর)/ ১৯৯১ সি. আর. মামলাভূক্ত
৪৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ	নাদানজুরি গ্রুপ	গজুয়া গং	২৩৪.১২	২৪,৮৪,০৭৩/-	

ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী :

০১। ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে জেলা প্রশাসক, সিলেট এর অনুকূলে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করে নির্ধারিত ফরম ক্রয় করত: ইজারার আবেদন দাখিল করতে হবে। ইজারার আবেদন সংগ্রহের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন সীলগালাযুক্ত মুখবন্ধ খামে এ কার্যালয়ের জেলা ই-সেবা কেন্দ্রে দাখিল করতে হবে।

০২। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর পরিশিষ্ট 'ক'-এ উল্লিখিত নির্ধারিত ফরম ক্রয় করে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন ফি বাবদ জেলা প্রশাসক, সিলেট এর অনুকূলে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের ছায়ালিপি আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

০৩। জলমহালসমূহ কেবল নিবন্ধিত (সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তর) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে ইজারা প্রদান করা হবে। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

০৪। জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী সে সমিতি বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার পাবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতিত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

০৫। আবেদনের সাথে সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি, সমিতির সভার কার্যবিবরণী, বিগত ০২(দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট (তবে নতুন সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে), টিআইএন নম্বর (যদি থাকে), প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা ঠিকানা ছবিসহ সংযুক্ত করতে হবে।

০৬। আবেদনপত্রে সদস্যদের নামের তালিকা (ছবি/ঠিকানাসহ) যাচাই বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী হিসেবে প্রমাণিত হতে হবে; উপজেলা/সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হালনাগাদ মৎস্যজীবী প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে যুক্ত করতে হবে।

০৭। আবেদনকারী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্তের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

০৮। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক সলভেন্সী প্রত্যয়ন পত্র (ব্যাংক রূলস অনুসারে), সমিতির সকল সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্রের ছায়ালিপি ও সমিতির নিকট সরকারি পাওনা নেই মর্মে জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার হতে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র যুক্ত করতে হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারা পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা যুক্ত করতে হবে।

০৯। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল ইজারা প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

১০। প্রতিটি জলমহালের বিগত ০৩(তিন) বছরের ইজারামূল্যের গড় মূল্যের উপর ৫% বর্ধিত হারে সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, উক্ত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে সরকারি কোন জলমহাল ইজারা প্রদান করা হবে না।

১১। বৎসরের যেকোন সময় জলমহালের ইজারা কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও ইজারার মেয়াদ পহেলা বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয়ে থাকে তবে তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে। ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি উক্ত অর্থ্য প্রাপ্য হবেন না।

১২। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারাগ্রহিতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারাগ্রহিতার কোন প্রকার দাবি/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে না।

১৩। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে এবং ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১৪। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিটি জলমহালের নির্ধারিত ইজারামূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার আকারে যেকোন তফসিলী ব্যাংক হতে জেলা প্রশাসক, সিলেট এর অনুকূলে জামানত হিসেবে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে তা সমন্বয় করা হবে।

১৫। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য উপযুক্ত সংগঠন/সমিতির নামে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইজারা প্রদান করা হবে।

১৬। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন উন্নয়ন প্রকল্প বা সাধারণ নিয়মে যেভাবেই হোক না কেন ০২ (দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা পাবে না।

১৭। সময়মত ইজারামূল্য পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের ইজারা বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৮। ইজারাগ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে ইজারাকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবেন না। যদি তা করা হয় তা হলে উক্ত ইজারা বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত ইজারাগ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী ০৩(তিন) বছরের জন্য জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

১৯। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলোর ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় যাচাই বাছাই করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া গেলে ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০। ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পত্র প্রাপ্তির ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে প্রথম বৎসরের সাকুল্য ইজারামূল্য জলমহাল ও পুকুর ইজারা সংক্রান্ত ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ নম্বর কোডে জমা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি ১৫% ভ্যাট ও ১০% আয়করসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি পাওনা পরিশোধ করতে হবে। যাবতীয় সরকারি পাওনা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২১। ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবণভূমি প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয় তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবলমাত্র ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২২। যে সকল জলাশয়সমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল ইজারা দেয়া হবে সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২৩। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না। সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন।

২৪। জলমহালসমূহ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। ফলে ইজারা আবেদন দাখিলের পূর্বেই জলমহাল সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। এব্যাপারে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

২৫। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

২৬। ইজারাকৃত জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। ইজারাগ্রহিতা সরকারি জলমহালে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল দ্বারা বা মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ অন্য কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। তাছাড়া ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি কর্তৃক মা মাছ শিকার করা যাবে না।

২৭। জলমহালের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচ গাছ বা তদ্রুপ অন্য কোন বৃক্ষ লাগাতে হবে। যা মাছ চাষের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সহায়ক হবে।

২৮। বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সকল বিধি-বিধান/আইন-কানুন ইজারাগ্রহিতা মানতে বাধ্য থাকবেন।

২৯। জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

৩০। কোন জলমহাল ইজারা প্রদান হয়ে থাকলে বা ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের কোন পর্যায়ে কোন মামলার উদ্ভব হলে বিজ্ঞ/মাননীয় আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ জারি করা হলে ইজারাকৃত মূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না বা কোন আপত্তি গ্রহণেযাগ্য হবে না। এক্ষেত্রে আদালতের আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩১। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ সমিতি যদি জামানত ফেরত না নিয়ে থাকেন, তবে উক্ত সিদ্ধান্তের ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এর নিকট আপিল দায়ের

করতে পারবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ সমিতি ০৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি আপীল বোর্ডে আপিল দায়ের করতে পারবেন।

৩২। যে সকল জলমহালের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে ঐ সকল জলমহালের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/ নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া কোন জলমহালের উপর বা জলমহালের কোন দাগের উপর বিজ্ঞ/মাননীয় আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকলে তা উল্লেখ করা হলেও ইজারা বহির্ভূত থাকবে।

৩৩। মামলাজনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসংগত কারণে জলমহালসমূহ সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। দখল প্রদানের সময়কাল পহেলা বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

৩৪। ০৩(তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য ইজারাকৃত জলমহালের ইজারা মেয়াদের মধ্যে জলমহালটি সরকার বরাবরে সমর্পণ/ প্রত্যর্পন করা যাবে না।

৩৫। সর্বাবস্থায় সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯, ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করে জলমহালসমূহ ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

৩৬। যেকোন আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের বিষয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির/কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

আবদুল্লাহ আল মামুন
জেলা প্রশাসক
সিলেট
ফোন ০২৯৯৬৬৩২১৯০
dcsylhet@mopa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.৯১০০.০০৮.৩২.২৭৮.২৫. ১২০৪

তারিখ: ০৩ ভাদ্র ১৪৩৩ / ১৮ আগস্ট ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে-

০১। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;

০২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা;

০৩। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ;

০৪। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার;

০৫। পুলিশ সুপার, সিলেট;

০৬। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিলেট;

০৭। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সিলেট;

০৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট;

০৯। উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, সিলেট;

১০। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট;

১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ....(সকল), সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি তাঁর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে, উপজেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে, ফেসবুক পেজে তাৎক্ষণিকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো);

১২। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, সিলেট (তাঁকে বেতার মারফত বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো);

১৩। উপ-পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, সিলেট (তাঁকে মাইকযোগে বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো);

১৪। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সিলেট;

১৫। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, সিলেট;

১৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ....(সকল), সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি তাঁর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে, উপজেলা ভূমি অফিসের ওয়েবসাইটে, ফেসবুক পেজে তাৎক্ষণিকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো);

১৭। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো);

১৮। সম্পাদক, দৈনিক .... (এসাথে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি আপনার দৈনিক পত্রিকায় ভেতরের পাতায় সীমিত পরিসরে (Single space) কেবলমাত্র ০১ (এক) দিনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো);

১৯। নোটিশ বোর্ড;

২০। অফিস নথি/মাস্টার নথি।

জেলা প্রশাসক
সিলেট